# হৃদয় জানালা

মানব জীবনের মূল কথাটাই হচ্ছে ভালোবাসা। নানা অভিব্যক্তিতে ভালোবাসার প্রকাশ ঘটে থাকে। নিরন্তর ভালোবাসতে পারাটাই যেনো বেঁচে থাকার সোপান। চাই না বাঁচতে আমি প্রেমহীন হাজার বছর। আপনার অনেক অব্যক্ত কথা হৃদয় জানালার পাতায় লিখুন। খুলে দিন অবরুদ্ধ কষ্টের দুয়ার। ভালোবাসার মানুষটিকে গভীরভাবে কাছের করে নিন...

## তুমি আসবে...

আজ প্রায় ১ বছর হয়ে গেল। কিন্তু গতবারের সেই ১ মার্চ আর এইবারের ১ মার্চ দুটি একই তারিখ। কিন্তু কত তফাৎ! সবাই বলে সময় নাকি মানুষকে বদলে দেয়। কিন্তু আসলেই কি বদলে দেয়? গত ২০০০ সালের আমি আর ২০০১ সালের আমির মধ্যে কি কোনো তফাৎ আছে? শুধু ক্যালেন্ডারের পাতা আর জীবনের পাতা থেকে খসে গেছে একটি বছর। এই একটি বছরে তুমি আমাকে ক'দিন মনে করেছ, নাকি ভুলে গেছ তার হিসাব আমি জানি না। কিন্তু আমি তোমাকে ভুলতে পারিনি একটি মুহূর্তের জন্যও, ভুলতে গিয়ে আরও বেশি করে তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। তুমি আমার এমন এক জায়গায় আছ যেখান থেকে তোমাকে সরিয়ে কাউকে বসানো এই জীবনে আর কোনোদিনই সম্ভব হবে না। আমাদের দু'জনার দুটি পথ আজ সমান্তরাল, যে পথ কোনোদিন এক হবে না। আর কয়েকদিন পরেই পরীক্ষা, তারপর হয়তো কোথাও ভর্তি হয়ে চলে যাব একে অপরের থেকে অনেক দূরে, যেখানে দু'জনের মধ্যে থাকবে হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান। কিংবা দু'জনের পথ হবে এক। যেখানে শান্তির প্রাচীর দিয়ে ভালোবাসার ঘর বানাবো। বিশ্বাস হবে আমাদের ভিত্তি। আমাদের দু'জনার মাঝে সেতুবন্ধন হয়ে আসবে এমন একজন যে আমাদের বহু কাঙ্ক্ষিত। জানি না, আমার ভাগ্যতরী ভিড়বে কোথায়?

**নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক**
**ময়মনসিংহ**

## এমন কেনো হয়...

বিকাল ৫টা। খুব বৃষ্টি হলো। যখন বাসা থেকে বেরোই তখন বুঝিনি এমন হবে। আসাদগেট থেকে হেঁটে সংসদ এলাকায় এগুতেই ঝুম বৃষ্টি। খুব ভিজতে মন চাইছিলো কিন্তু কাকভেজা হয়ে ফিরতে সমস্যা হবে ভেবে এবং সঙ্গে কাগজপত্র থাকায় ইচ্ছে পূরণ করা গেল না। সংসদ ভবনের সামনের দিকে অসংখ্য নারী-পুরুষের ভিড়ে একটি তরুণীর প্রতি আমার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। কি মায়াবতী চেহারার একটি মেয়ে। এমন মায়াময়তা অন্য তরুণীদের থাকতেও পারে কিন্তু এর শতভাগ হওয়াটা বেমানান। সবুজ কাপড়ে মাথায় ওড়না দেয়া মেয়েটাকে আমার এতো অদ্ভুত সুন্দর লাগছিলো! মুখ জুড়ে ছড়ানো মায়াবী আবেশ। উল্লেখ্য, মায়াময় চেহারা এবং সুন্দরী ব্যাপার দু'টি ভিন্ন। আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিলো এটা দেখে যে, মেয়েটার দৃষ্টিতে ছিলো না কোনো মুগ্ধতা। সরল চোখ জোড়ায় ছিলো অনুসন্ধানের ব্যাপ্তি। কোনো পুরুষ হয়তো পছন্দ করে তার দিকে এগিয়ে আসবে, দরদাম ঠিক করবে, তারপর.... । এমন কেন হয় মানুষের জীবন? বৃষ্টি ধোয়া ঐ চমৎকার বিকালে ওখানেই দেখলাম তথাকথিত ভদ্র সমাজের ক'জন তরুণ-তরুণী বৃষ্টিতে ভেজার পর ভেজা কাপড়ে কি আনন্দই না করছে! এ ওর গায়ে হাত দিচ্ছে, ও একে ঠেলা দিচ্ছে, হাসাহাসি...! আচ্ছা, মায়াবতী মেয়েটির দুঃখবোধ কেমন? জানতে পারিনি। একবার ইচ্ছে হচ্ছিলো এগিয়ে যাই, কিছুটা সময় কিনে নেই তার থেকে, শুনি তার কষ্টের স্বরলিপি। না, তা আর করা হয়নি।

**শামীম আনসারী সুমন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা**

## সাইবার ক্যাফেতে

কারিতাস রিজিওনাল হেড অফিস থেকে সরাসরি নিউমার্কেটের মেসেঞ্জার সাইবার ক্যাফেতে। কয়েকদিন ধরেই ইন্টারনেট থেকে Transportation-Land use Interaction Modeling-এর ওপর ধারণা নিচ্ছিলাম। বিষয়টি আমার কাছে কিছুটা ধোঁয়াটে। যখন ক্লাসে Transportation Modeling পড়ানো হয়েছিলো, তখন সময়গুলো কেটেছে এলোমেলো ভাবনায়। এখন মাশুল দিচ্ছি। তবে মাশুলটা দিচ্ছি সৎভাবে। আজও ব্যত্যয় ঘটেনি। আমাদের খান জাহান আলী হলে লোকাল নেটওয়ার্ক থাকলেও ইন্টারনেট কানেকশন নেই। তাই আবির ভাইয়ের সাইবার ক্যাফেই আমাকে প্রায়শই নেটিজেন হতে সাহায্য যোগায়। ঠিক সে মুহূর্তে আমি ভার্জিনিয়া ডিপার্টমেন্ট অব ট্রান্সপোর্টেশনের ওয়েব সাইটে। আমার জন্য কিছু দুর্বোধ্য Terminology'র সঙ্গে তখন আমি পরিচিত হচ্ছি। মনোযোগ দেবার প্রচেষ্টা। হঠাৎ করে আমার মনোযোগ ছিটকে স্থানান্তরিত হলো ভার্জিনিয়া থেকে রুরিতানিয়ায়। রুডলভ র‍্যাসেনডিলের ফ্লাভিয়া'র কাছে। প্রিজনার অব জেনডা থেকে ফ্লাভিয়াকে যতটুকু জেনেছি, মনে হচ্ছে ঠিক এখন সে আমার পাশেই বসে ইন্টারনেট ব্রাউজ করছে। মেয়েটি ব্রাউজিংয়ে বড্ড কাঁচা, তার অভিব্যক্তিতে তাই মনে হচ্ছিলো। আবার তার অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসও টের পাচ্ছিলাম। অনেক আগে নেলী খালার প্রেমে পড়েছিলাম তাকে না দেখেই। নুলিয়াছড়ির সোনার পাহাড়ের নেলী খালা। নেলী খালা কী আমার পাশের জনের মতোই? চোখটা কম্পিউটার স্ক্রিনে থাকলেও আমি এখন ছুটে বেড়াচ্ছি আমার নিউরন সেলের টুকরো টুকরো Cluster-এ। হঠাৎ করেই মনে হলো, আমার পাশের জন বোধ হয় জরজিনা পারকার, কৈশোরের আরাধ্য তিন গোয়েন্দার অন্যতম শুভাকাঙ্ক্ষী। আচ্ছা কিশোর পাশা তো কখনও টের পেতে দেয়নি, সে জরজিনাকে (জিনা) কতটুকু পছন্দ করতো (এটা অবশ্য বেশ আগের কথা)। আমার কি উচিত হবে বাস্তবে উঠে আসা এই জরজিনা পারকারের সঙ্গে কথা বলা? রুডলফ র‍্যাসেনডিলের ফ্লাভিয়া তখন খুলনার মানচিত্রের কোনো এক জায়গায়, এক অবাক রহস্যময়তার অজানা সমাপ্তি। হঠাৎ খেয়াল হলো, সময়ের কাঁটাটা ইতিমধ্যে অতিক্রম করেছে ৭২ মিনিটের দীর্ঘ অতৃপ্ত পরিধি...

**আহমেদ, খুলনা ইউনিভার্সিটি**